25 APR 1996

24 ৭/৭

দৈনিক সংবাদ

ঢাঃ বিঃ হল সংসদগুলোর হাল

ছাত্রত্বই চলে গেছে প্রায় সবার, তবুও তারা নেতা

হাফিজুর রহমান কার্জন ॥ ১৯৯০ সালের ৬ই জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪টি হল সংসদ নির্বাচনে যারা ভিপি, জিএস এবং এজিএস নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের প্রায় সকলেই এখন চাকরি বা ব্যবসা করেন। দু'তিনজন ছাড়া সকলের ছাত্রত্ব অনেক আগেই চলে গেছে। ঐ সময় ভিপি কিংবা জিএস হিসেবে নির্বাচিত যেসব ছাত্রনেতা এখনও ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত আছেন তাদের সঙ্গে আলাপ করে এসব তথ্য জানা গেছে।

তারা জানান, মুহসীন হলের ভিপি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন শাহজাহান হাওলাদার সুজন। তিনি এখন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক। গত বছর তিনি সংসদ উপনির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে বিএনপি'র টিকিটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এ বছরে ১৫ই ফেব্রুয়ারির একদলীয় নির্বাচনে সুজন ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসন থেকে বিএনপি দলীয় হল ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৬

হল ঃ সংসদগুলোর হাল

(১ম পৃষ্ঠার পর) মনোনয়ন পান এবং সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ায় সুজনকে ক্যাম্পাসে দেখা যায় না। আর হল ছেড়েছেন তো অনেক আগেই। মুহসীন হলের জিএস পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন সাঈদ সোহরাব। '৯৪ সালে তিনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে হল ছাড়েন। তবে তার সমর্থকরা এখনও মুহসীন হল দখলে রেখেছে বলে জানা গেছে। এজিএস পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন গোলাম ফারুক অভির 'ডান হাত' বলে পরিচিত কামরুল ইসলাম সজল। '৯০ সালে ছাত্রদল থেকে বহিষ্কৃত হবার পর তিনি '৯১ সালে আওয়ামী ছাত্রলীগে যোগ দেন। গত বছর তিনি ছাত্রলীগ (শা-পা) থেকে বহিষ্কৃত হবার পর ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন। সম্প্রতি সজল ছাত্রলীগের নেত্রী লিপিকে বিয়ে করেছেন বলে জানা গেছে।

সার্জেন্ট জহরুল হক হলের ছাত্র সংসদে আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগ পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করে। ভিপি নির্বাচিত হন মঞ্জুরুল আলম টোকন। জহরুল হক হল দীর্ঘদিন ধরে মন্টু সমর্থক ছাত্রলীগের দখলে থাকায় টোকন হলের বাইরে ছিলেন। ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থাকায় তাকে ক্যাম্পাসে দেখা যায় না। জিএস নির্বাচিত হন মাছুম আহমেদ। আওয়ামী ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কৃত হবার পর তিনি মন্টু সমর্থক ছাত্রলীগের (মি-ল) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনোনীত হন। '৯২ সালের ২৮শে মে আওয়ামী ছাত্রলীগ কর্মীদের হটিয়ে মাছুম আহমেদ তার সমর্থকদের নিয়ে জহরুল হক হল দখল করে নেন। দীর্ঘ ৪ বছর তিনি দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করেন এ হলে। তার রাজত্ব শেষ হয় এ মাসের ২ তারিখ হল তল্লাশির সময় পুলিশ যখন তাকে গ্রেফতার করে। পরে ১২ই এপ্রিল মাছুমের সমর্থকদের হটিয়ে ছাত্রলীগ (শা-পা) জহরুল হক হল দখল করে নেয়। জহরুল হক হল ছাত্র সংসদের এজিএস নির্বাচিত হন মিজানুর রহমান আরজু। তিনি আওয়ামী ছাত্রলীগে সুবিধা করতে না পেরে ছাত্রলীগে (মি-ল) যোগ দেন। এখানেও সুবিধা করতে না পেরে পরে তিনি কেটে পড়েন। এখন তিনি ব্যবসা করেন বলে জানা গেছে।

সূর্যসেন হলের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদল পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করে। ভিপি নির্বাচিত হন গোলাম মর্তুজা। তিনি এখন ব্যবসা করেন। জিএস হিসেবে নির্বাচিত আবু সাঈদও এখন ব্যবসায়ী। এজিএস হিসেবে নির্বাচিত হন নুরুল ইসলাম খান খসরু। তিনি এখন চাকরি করেন বলে জানা গেছে।

জিয়াউর রহমান হলের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদল পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করে। ভিপি হিসেবে নির্বাচিত হন মনোয়ার হোসেন রানা। তিনি এখন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের অর্থ সম্পাদক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের ডাকসু মনোনীত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকায় ক্যাম্পাসে তার বিচরণ নিয়মিত। এ হল সংসদের জিএস হিসেবে নির্বাচিত হন আনোয়ারুল ইসলাম। তিনি এখন ব্যবসা করেন। এজিএস হিসেবে নির্বাচিত হন গোলাম সারোয়ার অপু। তিনি এখন দেশের বাইরে বলে জানা গেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে ছাত্রদল পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করে। ভিপি পদে নির্বাচিত হন নুরুল ইসলাম বাবু। অনেক আগেই তিনি ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে গেছেন। জিএস পদে নির্বাচিত পারভেজ এখন চাকরি করেন। এজিএস পদে নির্বাচিত হন শাহীন। তিনি এখন চাকরি করেন।

জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের নির্বাচনে আওয়ামী ছাত্রলীগ পূর্ণ প্যানেলে জয়ী হয়। ভিপি নির্বাচিত হন সুভাষ সিংহ রায়। তাকে এখন খুব কমই ক্যাম্পাসে দেখা যায়। জিএস নির্বাচিত হন বিমল মল্লিক। তিনি এখন চাকরি করছেন। এজিএস নির্বাচিত হন সুজিত রায় নন্দী। তিনি এখন ছাত্রলীগের (শা-পা) কেন্দ্রীয় নেতা।

কবি জসীম উদ্‌দীন হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদল পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করে। ভিপি পদে এরশাদুল হক এবং জিএস পদে এম এ জামান নির্বাচিত হন। দীর্ঘদিন আগেই তারা ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে গেছেন। এজিএস পদে নির্বাচিত হাবিবুল ইসলাম এখন চাকরি করছেন।

শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক হলের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে পূর্ণ প্যানেলে জয়ী হয় ছাত্রদল। ভিপি পদে খন্দকার আবু আশফাক, জিএস পদে রফিকুল ইসলাম বকুল এবং এজিএস পদে মুস্তাক নির্বাচিত হন। দীর্ঘদিন আগেই তারা ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে গেছেন।

শহীদুল্লাহ হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত হন আখতারুজ্জামান খোকন। তিনি এখন ব্যবসা করেন। জিএস পদে নির্বাচিত মনির হোসেন দীর্ঘদিন আগেই পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

কুয়েত মৈত্রী হল ছাত্রী সংসদের নির্বাচনে ছাত্রদল পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করে। ভিপি নির্বাচিত হন তাহমিনা আক্তার টফি। তিনি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের শিক্ষিকা। জিএস পদে নির্বাচিত নিপু এখন চাকরি করেন।

বেগম রোকেয়া হল ছাত্রী সংসদের নির্বাচনে ছাত্রদল পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করে। ভিপি নির্বাচিত হন শিরীন সুলতানা। পরে ডাকসু জিএস খায়রুল কবীর খোকনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিএনপি সরকারের আমলে সচিবালয়ে মহিলা তদবিরকারিনীদের নেত্রী হিসেবে তার যথেষ্ট প্রভাব ছিল বলে শোনা যায়। জিএস নির্বাচিত হন শাহানা আক্তার শানু। তিনি এখন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদিকা।

শামসুন্নাহার হল ছাত্রী সংসদের নির্বাচনে আওয়ামী ছাত্রলীগের নেত্রী আইরিন পারভীন বাঁধন ভিপি নির্বাচিত হন। তিনি এখন চাকরি করছেন বলে জানা গেছে।

স্যার সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদল পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করে। ভিপি নির্বাচিত হন ইকবাল রশীদ অনু। তিনি এখন ব্যবসা করেন। জিএস নির্বাচিত হন মঞ্জুর-ই-এলাহী। তিনি এখন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা।

স্যার এ এফ রহমান হলের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদল থেকে ভিপি নির্বাচিত হন আবু সাঈদ। তিনি এখন ব্যবসা করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালের জুনের ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল থেকে যারা বিভিন্ন হল ছাত্র সংসদের নির্বাচনে ভিপি, জিএস ও এজিএস নির্বাচিত হন তাদের অনেকেই ঐ বছর নিরু, অভির সঙ্গে ছাত্রদল থেকে বহিষ্কৃত হন। ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পর অভি গ্রুপের সমর্থক বলে পরিচিত ভিপি জিএসরা ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যান।

১৪টি হলের ভিপি, জিএস ও এজিএসদের প্রায় সকলেই ক্যাম্পাস ত্যাগ করায় ভারপ্রাপ্তরা হল সংসদের কাজ চালাচ্ছেন। ফলে ছাত্রছাত্রীদের এক্সট্রা কারিকুলাম এ্যাকটিভিটিজ দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। '৯০ সালের পর দু'বার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু একটি শক্তিশালী ছাত্র সংগঠনের নেতিবাচক ভূমিকার জন্য ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচন হয়নি।